কীর্তন-মালা

(ষষ্ঠ খণ্ড ঃ রাতির নিতি লীলা)

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী
শিলচর - ৭৮৮০০৭ ঃ ১৯৯২ ইংরাজী

কীর্তন-মালা

(ষষ্ঠ খণ্ড ঃ রাত্রির নিত্য লীলা

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী

শিলচর— ৭৮৮০০৭ ঃ ১৯৯২ ইংরাজী

Kirtana-mala

BY

Prof. K. P. Sinha

পইলা সংস্করণ

বৌদ্ধ পূর্ণিমা: ১৬ই মে, ১৯৯২ ইংরাজী

প্রকাশনাত:

শ্রীশ্যামানন্দ সিংহ, এম, এ

ছাপানিত:

ষ্টার প্রেস, ধর্মনগর

দাম: রূপা ৮ হান

ভূমিকা

সংস্কৃতমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষালো কীর্তন-মালা : ষষ্ঠ খণ্ড : রাতির নিতিলীলা প্রকাশিত অ'ইল।

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

কীর্তন-মালা

ষষ্ঠ খণ্ড : রাতির নিতি

সূচীপত্র

অবতরণিকা

রাই ধনী সায়ংকালে   বৃন্দা আতে কৃষ্ণসালে
নানা ভোজ্য   কৈলো সমর্পণ ;
বৃন্দাদেবী উতা নিয়া   দিলো নন্দ গৃহে গিয়া ;
কৃষ্ণ উতা   কৈলোহে ভোজন।
শ্রীকৃষ্ণর ভোজনান্তে   অবশেষ নিয়া আতে
বৃন্দা গিয়া   রাধা হস্তে দিলো ;
শ্রীরাধিকা সখীসঙ্গে   ভোজন করিয়া রঙ্গে
শয়নর   ঘরে জিরেয়িলো।
কৃষ্ণ গোদোহন কাজে   গিয়া ধেনুশালা মাজে
ধেনু হাবি   করিয়া দোহন
রাজসভা মাঝে গিয়া   পরিষদ উনা অ'য়া
গীতবাদ্য   কৈলো আস্বাদন।
পাকশালে যশোমতী   যতন করিয়া অতি
নানা ভোজ্য   কৈলো আয়োজন ;
ভোজানান্তে নটবরে   গিয়া শয়নর ঘরে
কৈলো রত্ন-   শয্যাতে শয়ন।

বৃন্দার বৃন্দাবন - সাজন

১। বলি : কৃষ্ণর সদংশে শক্তি   সন্ধিনি যে নাম;
বৃন্দাবন রূপে অ'ছে   দিব্যলীলাধাম।
কৃষ্ণর মাধুর্য্য সেবা   পানা আশা করে
গোপীমাজে আছে পুনঃ   বৃন্দানাঙ ধরে।
(তেই) রাধাকৃষ্ণ গোপিনীর   রাসলীলা কাজে।
সাজেয়া শ্রীরাসভূমি   থৈরী ফুল সাজে

২। সাজেইরী মনোহর   বৃন্দাবন-বন—
নানাজাত বৃক্ষ ফুলে   করে সুশোভন।

বহু তপস্যার ফলে কৃষ্ণ ভক্তগণে
নানা বৃক্ষরূপে আছি এরে বৃন্দাবনে।
এ বৃক্ষর ফুল বৃন্দা বুলে বনে বনে
তুলিরী আনন্দ মনে কৃষ্ণর কারণে।
প্রেমে থরথরি বৃন্দা ফুল তুলে তুলে;
জপিরী অন্তরে নাম 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বুলে।
বৃক্ষমূলে মূলে বৃন্দা প্রদীপ জ্বালেয়া
শ্রীরাসমণ্ডলী থৈলো ধবল করিয়া।
সিঞ্চিয়া সিঞ্চিয়া বৃন্দা সুগন্ধি চন্দন
আমোদিত কৈলো চেই আজি বৃন্দাবন।

শ্রীকৃষ্ণর অভিসার

১। বলি: এবেদে শ্রীনন্দপুরে শ্রীনন্দনন্দন
রতন পালঙ্ক-গজে করেছে শয়ন।
নিদ্রা নেই চোখে তার রাধারে ভাবিয়া;
উঠের বহের ক্ষণে ক্ষণে বাশী নিয়া।

২। বলি: রসিক নাগর শ্যাম রাধা প্রেম রসে,
যমুনা পুলিনে রাস লীলা অভিলাসে,
গুরুজন পরিজন ঘুমিলা জানিয়া,
পিয়ারী মোহন বেশে সাজের উঠিয়া।
যুবতীমোহন বেশে করিয়া সাজন,
সম্মোহিনী বংশিকা করিয়া ধারণ,
শয়নর মন্দিরেত্তো নিকুলিয়া ধীরে,
চলিল যমুনাতীর পথে অভিসারে।

৩। নিকুঞ্জ মন্দিরে চলেছে হে শ্যাম—
অন্তরে জপিয়া 'রাধা রাধা' নাম।
গুরু জন ডর অন্তরে জাগের;
পিছে পিছে চেয়া মেরাকে ফিরের।

	ভাবের 'রাধিকা	মোর জ্ঞান ধ্যান ;
	মোর অঙ্গ-আধা	পরাণ-পরাণ'।
৪।	ঝন ঝন ঝন	ঝনন ঝনন
	চরণে নূপুর	করের বাজন।
	শ্রীনন্দ নন্দন	মুরলী-বদন
	রসরাজ-মূর্তি	করেছে ধারণ—
	নীলকান্ত মনি	জিঙিয়া বরণ
	কোটি' কাম জিঙে	মদন মোহন।
৫।	ঝন ঝন রাঙা পদে	নূপুর বাজের।
	রুনু ঝুনু ঝুনু রোবে	মদন জাগের।
	নঙে নঙে তরুলতা	আছে বনে বনে,
	গোবিন্দ আছের বুলে	আনন্দিত মনে।
৬।	(কিবা) ঝন ঝন পদযুগে	নূপুর রহের ;
	রুণু রুণু রুণু রুণু	ঝুনুরু বাজের।
	ঝন ঝন রাঙাপদে	নূপুর বাজের ;
	রুণু রুণু ঝুণু রোবে	মদন জাগের।
	ঝন ঝন ঝন ঝন	বাজের ঘুঙুর—
	ঝনন ঝনন ঝন	কতিয়ো মধুর।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন : গোপীর অনুরাগ

১। বলি

এসাদে চলিয়া শ্যাম	মদন মোহন
পেয়িলো যমুনা তীরে	নিকুঞ্জ-কানন।
তমালর বৃক্ষে শ্যাম	ত্রিভঙ্গ হেলনে
করের মুরলী-ধ্বনি	সুমধুর তানে।
মুরলীর ধ্বনি হুনে	শ্রীরাধার মন
কৃষ্ণ দরশন কাজে	ঐল উচাটন।
মাতিরী সখীরে-'হুনো	পরাণ সজনি !
নিকুঞ্জর বনে অ'র	মুরলীর ধ্বনি।

মোর নাও ধরে শ্যামে মুরলী বাজেয়া
প্রাণ মন চাবি মোর নিলোগা হরিয়া'।

২। মন্দ সুমধুর তানে বাশী কুঞ্জে বাজের হে ;
আহিয়া রাধার কানে প্রাণ মন হরের হে।
মুরলীর ধ্বনি অ'র যমুনা পুলিনে ;
বৃন্দাবন পুলকিত ও মধুর তানে।
মিশে আছে বাশীসুরে কোকিল কূজন,
বনফুল-মধুগন্ধ ভ্রমর-গুঞ্জন।
হরিয়া নিলোগা মন জীবন যৌবন ;
কুলমান লাজডর দিলু বিসর্জন।

৩। (শ্যামে) বাজার বাশী যমুনা পুলিনে-
পরাণ বন্ধুরে মোর সুমধুর তানে।
পরাণ সজনি ! হুনো মুরলীর গান ;
হরিয়া নিলোগা মোর দেহ মন প্রাণ।
শ্যামর বাশীর সখি ! আছে কতিগুণ !
স্বগ মর্ত্য পাতাল ক- রের আকর্ষণ।
বহের বাশীর সুরে যমুনা উজান ;
উদাসী করের কুল- বধুর পরাণ।

৪। হুনো সখি বাশীর কি সুমধুর তান !
হরিয়া নিলোগা কুল- বধূর পরাণ।
বাশী রব চেই সখি ! মোর কর্ণে আয়া
অবলার পঞ্চ প্রাণ নেরগা লুটিয়া।
মুরলী বাজ নি সখি ! না জানেহে কালা ;
অকালে বাজেয়া প্রাণ করের উত্তলা।

৫। বাশী বাজানি তি হারহে নাপার ;
অসময়ে বাজা বাজা পরাণ জ্বালার।
তোর বাশীয়ে হরিয়া জাতি কুল মান
করের উত্তলা কুল— বধূর পরাণ।
অভাগিনী রাধা মিতে মরুরি জ্বলিয়া ;
এসাদে জ্বালা তি মোরে নাদিতা কালিয়া।

৬। ও সখি ললিতা ! বাশী সুরে চাতা—
পরাণ উদাসী করের হে।
হুনে বাশী ধ্বনি যমুনার পানি
উজানে উজানে বহের হে
মুরলীর গানে পঞ্চমর তানে
কুলবধূ কুল নাশের হে।
হুনতে মধুর মুরলীর সুর ;
প্রেমানলে প্রাণ পুড়ের হে।
পঞ্চম রাগিণী মুরলীর ধ্বনি
হুনে বনফুল শাতর হে।
মৃদু মৃদু সুরে বাশীর ঝঙ্কারে
বৃক্ষফল জঙে পড়ের হে

শ্রীরাধা বারো গোপীর সাজন

১। বলি
হুনিয়া বাশীর ধ্বনি যতো ব্রজর গোপিনী
সাজিতারা শ্রীরাধার অঙ্গ—
শ্রীরাধার সঙ্গে অ'য়া, শ্রীরাসমণ্ডলে গিয়া
পানা কাজে শ্রীরাধার সঙ্গ।

২। সাজোহে সখি ! নানা আভরণে ;
(আজি) কুঞ্জবনে যিকগাহে কৃষ্ণ দরশনে ।
(ওহে) ললিতা বিশাখা ! ছনো যতো সখীগণ ।
(মোর) প্রতি অঙ্গে কৃষ্ণ নামে দেই আভরণ।
কৃষ্ণর মধুর নাও লিখো প্রতি অঙ্গে ;
ডুবিয়া মি থাও কৃষ্ণ- প্রেমর তরঙ্গে।
৩। সাজিরী রাধিকা ধনী ব্রজগোরালিনী-সঙ্গে ;
নানা জাত আভরণ দিরী রাই অঙ্গে অঙ্গে।
মণি-দরপণ-মুণ্ডে নিজ অঙ্গ চেয়া চেয়া
সাজিরী কাজে আনন্দে মগন ইয়া।

৪। সাজিরীহে বৃন্দুর বিনোদিনী ব্রজগোপী সঙ্গে ;
সখী আভরণ দিলা রাই অঙ্গে অঙ্গে ;
ললিতা সুন্দরী, চেই বেণী বাধে দিরী ;
সিন্দূর কাজর দিরী বিশাখা চাতুরী।
মকর কুণ্ডল চিত্রা দ্বিয়ো কাণে দিলো;
চম্পকে মণির মালা উচ বুকে দিলো।
তুঙ্গবিদ্যা কটিত কিঙ— কিনী বাধেদিল;
নিলপট্টাম্বর ইন্দ — রেখা পিধাদিলো।
ছনার নূপুর দিলো পদে রঙ্গদেবী
আলতা চরণে দিলো যতনে সুদেবী

শ্রীরাধা বারো গোপীর অভিসার

১। বলি :
ললিতাদি সখীসনে সাজিয়া নানান রঙ্গে,
শ্যামসঙ্গে বিপিন — বিহারে —
'জয় শ্রীরাধে' বুলে বামসুরে পদ তুলে —
যিরাগা রাধিকা অভিসারে।

২। 'মাধব মাধব! জয় প্রাণনাথ' বুলে
যাত্রা কৈলো বামসুরে, বামপদ তুলে।
কতিদূরে বংশীধারী বিপদ ভঞ্জন!
করেদে দাসীর আজি বাসনা পূরণ।

৩। চলেছে হে রাইবিনোদিনী;
সঙ্গে সঙ্গে আছি যতো ব্রজর রমণী।
অপরূপ রাই শোভা নেয়োছে উপমা—
তারাবলী মাজে যেন শাতোছে পূর্ণিমা।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কতো যুগ আরাধনে
বৃক্ষ গুল্মলতা রূপে আছি বৃন্দাবনে।
এরে বৃক্ষ গুল্মলতা রাই অভিসারে
চেয়িতারা অপরূপ রূপ প্রেমভরে।
থদিলা সাজেয়া পথ নিজ ফুলে ফুলে
কণ্ডালা চরণে রায়ে যিবোগাতা বুলে।

৪। কুঞ্জবনে যেইরীগা শ্যাম-দরশনে
রাই বিনোদিনী, চেই, ব্রজ গোপী সনে।
আগে পিছে সখী হাবি মধ্যে ধনী রাই —
পূর্ণিমার চান্দ যেন বেড়েছে তারাই।
রুণ্ ঝুণ্ নূপুর বা- জের শ্রীচরণে;
চলেছে হে কমলিনী খঞ্জন গমনে।
ক্ষনে ক্ষনে পড়িরীছে রাই প্রেমভরে;
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী বৌদিরী চামরে।

৫। ভানুর নন্দিনী রাই সুবদনী
চলেছে আজি বিপিনে —
ব্রজ গোয়ালিনী করিয়া সঙ্গিনী
প্রাণনাথ-দরশনে।

জিঙে গজগতি চলেছে শ্রীমতী
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বুলে ;
হেলে দুলে দুলে নুরারিরী চলে—
কৃষ্ণপ্রেমে ঢলে ঢলে ।
(চেই) মকর কুণ্ডল অ'ছেতা চঞ্চল
কণ্ডালা গণ্ড-যুগলে ।
কঙ্কন কিঙ্কিনী দের মৃদু ধ্বনি
রুণু রুণু রুণু বুলে ।

৬। কুঞ্জে চলেছে রাজ নন্দিনী—
প্রাণনাথ কৃষ্ণ- মনমোহিনী ।
খঞ্জন জিঙিয়া চরণ-গতি
চেয়িতে মধুর মধুর অতি !
রুণুরুণু রুণু নূপুর-ধ্বনি ;
কিনি কিনি ধ্বনি দের কিঙ্কিনী ।
মকর কুণ্ডল কানে চঞ্চল ;
মণিমালা বুকে অ'ছে উজল ।

৭। যেইরীগা বিনোদিনী— কৃষ্ণপ্রেমে বাহুলিনী।
প্রাণ-নাথ-দরশনে যেইরীগা কুঞ্জবনে ।
প্রেমে ধনী গদগদ ; না চলের রাঙা পদ ।
যেবেদে পড়িরী ধনী, ধরতারা গোরালিনী ।

৮। আহিলী ব্রজর রাজার নন্দিনী
দরশনে প্রাণ গোবিন্দরে ;
যমুনা পুলিনে শ্রীরাস মণ্ডলে
পেয়িলোগা নব যুবরাজরে ।

শ্রীকৃষ্ণ বারো গোপীর বৃন্দাবন ভ্রমণ

১। বলি ঃ

এসাদে রাধিকা ধনী নিয়া সখীগণ
পেয়িলোগা শ্রীযমুনা— পুলিনর বন।
শ্রীরাসমণ্ডলে পেয়া শ্যাম নটবর
রাধা ব্রজনারী ঐলা আনন্দে বিভোর।

২। বলি ঃ

নাগেশ্বর, জাতি, যূথী মালতী, মল্লিকা
শেফালী, কেতকী আর গোকুল চন্দ্রিকা—
নানাফুল মালা সখী যতনে গিথিয়া
রাধাশ্যাম গলে দিলা রূপ চেয়া চেয়া।

৩। বলি ঃ

রাই কানু দ্বিয়োজন বহেছি আসনে—
ভাহেয়া শ্রীবৃন্দাবন রূপর কিরণে।
উবাকা শ্রীবৃন্দাদেবী দ্বিয়োগিরে চেয়া
মাতিরীহে করযোড়ে মধুর আ'হিয়া—
'তুমারকা সাজাছু মি এরে বৃন্দাবন ;
এ বন ভ্রমণে করো আনন্দিত মন।'
বৃন্দাবাক্যে রাধাশ্যামে নিয়া গোপীগণ
চেয়িতারা বুলে বুলে সুখ-বৃন্দাবন।

৪। বৃন্দাবিপিন ভ্রমণে শ্যাম সুনাগরে
যারগাহে ধীরে ধীরে রাই আতে ধরে।
চারিবেদে ব্রজনারী চলেছি বেড়িয়া—
রূপে রূপে চারিবারা মিণ্ডাল করিয়া।

৫। রাই কানু দিয়োজনে বুলতারা বনে বনে—
চারিবেদে ব্রজনারী ; মধ্যে কিশোর-কিশোরী।
বুলে বুলে বনে বনে চেয়িতারা গোপীগণে।

বৃন্দাবনর মাধুরী আহা কতি বলিহারি !
—নুৱা গাছে নুৱা লতা, কণ্ডালা কণ্ডালা পাতা,
নুৱা ফুল, নুৱা ফল, নুৱা ভ্রমরার দল,
নুৱা কোকিলর এলা, নুৱা ময়ূরর খেলা !

৬। (চেই) বৃন্দাবনে কতি শোভা ! চেই এ মাধুরী।
রূপ অপরূপ কতি ! আহা বলিহারি !
কোকিলে ধরিয়া পঞ্চমর তান
দিতারাহে ডালে সুমধুর গান।
ময়ূর-ময়ূরী মেলিয়া পেখম
বুলে বুলে নাচ- তারা অনুপম।
ভ্রমরে ধরিয়া গুনগুন গান
করতারা ফুলে ফুলে মধুপান।
শুকশারী মিলে শ্রীরাই কানুর
মাধুরীর এলা দিতারা মধুর।
গাছে গাছে ফুল ডেংডেতো জঙের ;
যুগল-চরণে লুটিয়া পড়ের।
ফুল কুড়ি কুড়ি মেলে মেলে চার—
এ রূপ মাধুরী কতিয়ো অপার !

৭। (হায়) কতিয়ো মধুর বৃন্দাবন !
ফুলে ফুলে অপরূপ নিকুঞ্জকানন !
শিরীষ, গোকুল আর চাম্পা, নাগেশ্বর,
কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া কুণ্ডল, টগর
গন্ধরাজ, ভূমিচাম্পা, মাধবী, বাসন্তী
কামিনী, মল্লিকা আর কেতকী, মালতী —
ফামে ফামে আছে কতো কুসুম কানন ;
গন্ধে গন্ধে আমোদিত বৃন্দাবন-বন।

রাসনৃত্য

১। বলি :

ভ্রমন করিয়া বন নাগরী নাগর
বহিলাহে রত্নাসনে প্রফুল্ল-অন্তর।
রাধার ইঙ্গিতে বৃন্দা রাসলীলা কাজে
নানা যন্ত্র আনে দিলো মণ্ডলীর মাজে।
তবে শ্যাম সুনাগর মণ্ডলী রচিয়া
রাসলীলা আরম্ভিলো ব্রজগোপী নিয়া।
নানা গোপী নানা যন্ত্রে দিতারাহে তান—
নানা তালে নানা নৃত্য নানা ছন্দে গান।

২। আহিলে বসন্ত/শরদ ঋতু সুখ-বৃন্দাবনে—
শাতো শাতো নানা ফুল আছে বনে বনে।
বহের শীতল, চেই, পবন মলয়া—
সুগন্ধ ফুলর গন্ধ ধীরে ধীরে বয়া।
কোকিলে দিতারা এলা আম্রডালে বয়া ;
ময়ূরে নর্তনে মত্ত পেখম মেলিয়া।

৩। মহ্লার কর্ণাট নাট কেদার।
কামোদ ভৈরবী দেশগ গান্ধার ॥
বসন্ত মালব রামকেলী সুগুঞ্জরী।
গৌরী গান্ধারী তোড়ী আশাবরী
মালবী কৌশিকী পালি ললিত সিন্ধুড়া।
নানা রাগিনীর গান অতি মনোহরা ॥

৪। বাজের মৃদঙ্গ, ভেরী, ঝাঝরি।
মুরজ, মাদল আর দপফ, দাহরি ॥
মুরলী, শৃঙ্গিকা, পারী তিত্তিরী, মধুরী।
করতাল, জয়ঘন্টা, মঞ্জীর, খঞ্জরী ॥

ব্রহ্মবীণা, রুদ্রবীণা,   সারঙ্গী, কর্তরী।
আলাবনী, শতচন্দ্রী,   বিপঞ্চী, কিন্নরী ॥
বাজেরহে চর্মবাদ্য,   কতো তার বাদ্য।
মুখ বাত বাদ্য কতো   আর ধাতুবাদ্য ॥

৫। ললিতা ধরেছে, চেই,   মৃদঙ্গ রসাল;
বিশাখাই ধরেছেতো   পাখোয়াজ-তাল।
চম্পকলতিকা সখী   ধরেছে ঝাঝরি;
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা   মঞ্জীর খঞ্জরী।
রঙ্গদেবী সুদেবীয়ে   বীণা করতাল—
গোপী আ'তে আ'তে যন্ত্র   বাজের রসাল।

৬। ঝন ঝন নন   নূপুর বাজের;
কঙ্কন কিঙ্কিনী   মধুর রঙের।
ভ্রমরা ভ্রমরী   মধু পিয়া পিয়া
দিতারা গুঞ্জন;
ময়ূরা ময়ূরী   পেখম মেলিয়া
দিতারা নর্তন।

৭। ঝা ঝিনা ঝিনা ঝা ঝিনা ঝিনা
তা তেরে খিটি ধা।
বাজের মৃদঙ্গ পাখোয়াজ
ধা ধিনা ধিনা ধা।
গোপিনী হাবিয়ে মিলে
নাচতারা বাহু তুলে—
(চেই) নাচরহে   শ্যাম গিরিধারী;
নাচিরীহে   রাধিকা পিয়ারী।
(চেই) নানা যন্ত্র   বাজের মধুর;
নাচতারা   কতি সুমধুর।

৮। মধুর নর্তন গীত   কতি মনোহর !
নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র   বাজের মধুর ।
শ্রীরাসমণ্ডলে আ'য়া   আনন্দে বিভোর
গোপীসঙ্গে রাসলীলা   করের নাগর ।
চারিদিকে ব্রজনারী   আ'ছি সারি সারি ;
মধ্যে নাচতারা গৌরী   শ্যাম গিরীধারী ।

৯। মধুর মধুর বাজের—
নূপুরে রিণি,   কঙ্কনে কিনি—
রিণি রিণি কিনি করের ।
কাতি রসাল   মৃদঙ্গ-তাল
গুরু গুরু দ্রিমি রহের ।
গোপিনী-সঙ্গে   অঙ্গ-বিভঙ্গে
শ্যাম সুনাগর নাচের ।

১০।   আহা বলিহারী !
নাচতারা রাই গৌরী   শ্যাম গিরিধারী ।
নাচতারা তালে তালে   ব্রজর রমণী—
ঘিরে রাই বিনোদিনী   শ্যাম গুনমণি ।
যন্ত্র বাজেরহে নানা   কতিয়ো রসাল—
মৃদঙ্গ সারঙ্গী বীণা   বাঁশী করতাল ।
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু   নূপুরর ধ্বনি ;
কন কন কিনি কিনি   কঙ্কন কিঙ্কিনী ।
ক্ষনে দ্রুত ক্ষনে মন্দ   দিয়া পদগতি
নাচতারা মনোহর   ব্রজর যুবতি ।

১১।(বাজের) পাখোবাজ, বীণা,   কপিলাস, ভেরী,
মুরলী, মঞ্জীর,   সারঙ্গী, ঝাঝরী ।

তাথেয়া তাথেয়া বাজের মৃদঙ্গ ;
নর্তনে হাবিরো অঙ্গ-বিভঙ্গ ।
চারিদিকে যন্ত্র বাজের রসাল ;
মধ্যে গিরিধারী ধরেছেতা তাল ।
গীতে অ'র তিন- গ্রাম সপ্তস্থর
মধুর মধুর কতিয়ো মধুর !

শ্রীরাধাকৃষ্ণর নর্তন

১। বলিঃ নৃত্যশ্রমে পরিশ্রান্ত ঐলা ব্রজনারী ;
বিশ্রাম কৈলাহে তবে নাগর নাগরী
ক্ষণেক বিশ্রাম করে শ্যাম গিরিধারী ।
মাতের রাধারে চেয়া 'হ্ুনেহে পিয়ারী !
এবাকা মি তালে তালে বাজাদিঙ বাশী ;
রাসমণ্ডলীর মাজে নাচতা প্রেয়সী !'
নাগরর কথাহুনে শ্রীরাধা পিয়ারী
নর্তন আরম্ভ কৈলো— অতি মনোহারী ।

২। নাগরে বাজার বাশী ;
নাচিরী রাধা প্রেয়সী ।
তালে তালে শ্যামে বাশী বাজার যেসাদে ,
নানা ভঙ্গি দিয়া রাই নাচিরী উসাদে ।
মৃদুতালে মৃদুগতি , দ্রুত তালে দ্রুত —
বিষম সুসম তাল শ্যামে দের যতো ।
মকর-কুণ্ডল ,বেণী চঞ্চল নর্তনে ;
বাজের নূপুর আর কিঙ্কিনী কঙ্কনে ।

৩। নাচিরী শ্রীরাধা সুচন্দ্রবদনী—
রূপে অনুপমা, ছুনার বরণী,
ভুবন মোহিনী. আনন্দ রূপিণী,
প্রেমে বাহুলিনী, গোবিন্দ মোহিনী।

৪। চন্দ্রবদনী নাচিরী— শ্রীরাধিকা রাসেশ্বরী
তাতা তাতা থেয়া থেয়া, দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি ধা।
বৃষভানুর নন্দিনী কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপিণী
নাচিরী রাসমণ্ডলে— তাতা থেয়া দ্রিমি দ্রিমি ধা।

৫। বলি :
নর্ত্তনর অবসানে রাধা বিনোদিনী
মাতিরী শ্যামরে চেয়া— 'ছুন গুণমণি !
এবাকা চেইকে তোর নর্তন রসাল ;
বাদ্যযন্ত্র নিয়া আমি ধরে দিক তাল'।
নাগরীর কথা ছুনে নাগর শেখর
নর্তন আরম্ভ কৈলো অতি মনোহর।

৬। নাচের নাগর রসিক শেখর ;
ব্রজর রমণী তাল দিতারা যন্ত্রর।
বাজেরহে পাখোরাজ, মুরজ, মৃদঙ্গ,
করতাল, ব্রহ্মবীণা, মুরলী, সারঙ্গ,।
বাহুচরণ চালনে. অঙ্গর বিভঙ্গে
শ্যামল সুন্দর. চেই, নাচের কি রঙ্গে !
চরণর তালে তালে বাজের নূপুর ;
অঙ্গ-চালনে বাজের কিঙ্কিনী মধুর।

৭। বলি :
দিয়োগির নৃত্য চেয়া শ্রীবৃন্দা মাতিরী—
'আমার বচন ছুনো. রাই গিরিধারী !

আকসাথে নাচো তুমি	কিশোর, কিশোরী;
তাল ধরেদিক আমি	যতো ব্রজনারী।
নাগরে নারলে দিতৈ	রাধিকারে বাশী;
রাধিকা নারলে ইতৈ	নাগরর দাসী।
অকৈলা নর্তন তবে	রাই-গিরি ধারী;
যন্ত্রে ধরতারা তাল	যতো ব্রজনারী।

৮।

শ্রীনন্দ নন্দন লাল	শ্রীরাধিকা দাগো মিলে
নর্তনে বিভোর আজি	মধুর রাসমণ্ডলে;
বদনে বদনে চেয়া,	দিয়ো আতে ছুয়ে ধরে,
নাচনারা তালে তালে	নানা অঙ্গ ভঙ্গি করে।

৯।

নাচিরিহে কমলিনী	নটবর সঙ্গে—
যন্ত্রর তালর লগে	অঙ্গ বিভঙ্গে।
ব্রজর রমণী হাবি	ধরেছিহে তাল;
বাজের মৃদঙ্গ, বীণা	কতিয়ো রসাল।
অপরূপ নৃত্য চেয়া	তরুলতা বনে
নাচতারা-ডাল-পাতা-	ফুল সঞ্চালনে।
ময়ুর-ময়ুরী নাচ —	তারা বুলে বুলে;
পঞ্চম স্বুরর ধ্বনি	দিতারা কোকিলে।

১০। নাচিরীহে বিনোদিনী —

সঙ্গে নিয়া গুণমণি।

সখীয়ে দিতারা তাল;

বাজের যন্ত্র রসাল।

চেয়া যুগল-নর্তন

পুলকিত বৃন্দাবন।

অ'য়া বৃক্ষ প্রেমাকুল
অঞ্জলি দিতারা ফুল।

১১। নাচতারা রাধা-শ্যাম নটবর—
শ্রীরাসমণ্ডলে অ'য়া আনন্দ অপার।
মদন মোহিনী রাধিকার সঙ্গে
নটবর বংশীধারী করের বিহার।
সমান কুণ্ডল, সমান নূপুর,
বাজের সমান, চেই, কিঙ্কিনী, কঙ্কন।
সমান শ্রীঅঙ্গে সমান ভঙ্গিমা,
রাঙা পদে, রাঙা আ'তে সমান চালন।

১২। তা থেই তা থেই ধিতা থেই তাতা থেই
থেইতা থেই থেই তা থেই তা—
তা ধিন তাধিন তাতা ধিম তাতা ধিন—
নাচতারা শ্যামগৌরী চেইতা।

১৩। বলি:

শ্রীরাধা নর্তনে বৃন্দা- বন মোহ কৈলো ;
নাগর বিভোল অ'য়া তাল এরাদিলো।
পড়িল শ্যামর বাশী রাসর মণ্ডলে ;
ব্রজনারী দিলা ধ্বনি 'রাধে জয়' বুলে।
রাধার ইঙ্গিতে দ্রুত বৃন্দারাণী গিয়া
শ্রীহস্তে রাধারে দিলো বাশীগো তুলিয়া।
নিরুপায় অ'য়া শ্যামে কাতর অন্তরে
মাতের, 'বাশীগো মোর দেই দয়া করে।'

১৪। রাধে! দে দে বাশী মোর— সরবস্ব ধন।
এ বাশীগো রাধে! মোর প্রাণর সমান।
বাশীস্বরে আনুরি মি যোগীর ধিয়ান ;
আকর্ষণ করুরি মি গোপীর পরাণ।

১৫। দুঃখ নাদি ওহে পিয়ারী রাধে !
বাশী দিয়া মোর পরাণ থদে।
হুনে রাধে ! মোর এ নিবেদন—
দেহে মোরে বারো মোর জীবন।

১৬। বলি ঃ

শ্যামর কাতর বাণী হুনে রাই বিনোদিনী
বাশী পুনঃ কৈলো সমর্পণ ;
'জয় রাধা-শ্যাম'- ধ্বনি দিলা ব্রজর গোপিনী ;
আনন্দে বুজিল বৃন্দাবন।

মধুপান বারো যমুনাতীর-কুঞ্জে শয়ন

১। বলিঃ

রাস-মণ্ডলীত সুখ- নর্তনর পরে
আনলো হাবিরে বৃন্দা যমুনার পারে।
যমুনার পারে মৃদু মলয়া পবনে
বহিলাহে সখী হাবি প্রফুল্লিত মনে।
ক্ষণ পরে পুষ্প মধু স্বর্ণপাত্রে করে
দিলো বৃন্দা সুচাতুরী রাধাগোবিন্দরে।
মধুপানে আনন্দিত রাই গিরিধারী ;
প্রসাদিত মধুপান কৈলা ব্রজনারী।
তার পরে রাই কানু আনন্দিত মনে
গেলাগাহে পুলিনর পুষ্পকুঞ্জবনে।
ফুলে ফুলে সুসজ্জিত কুঞ্জর ভিতরে
শয়ন কৈলাহে ফুল- শয্যার উপরে।
পরে নিজ নিজ কুঞ্জে করিয়া গমন
ব্রজর রমণী হাবি করলা শয়ন।
অসংখ্য রূপেতে কৃষ্ণ করিয়া প্রকাশ
গোপী কুঞ্জে কুঞ্জে গিয়া করের বিলাস।

২। রাই বিনোদিনী সঙ্গে　　শয্যাতে ফুলর
করের বিহার সুখে　　শ্যাম সুনাগর।
অঙ্গে অঙ্গে মিলে হুয়ে　　অ'ছি একাকার—
রাধাকৃষ্ণর প্রেমর　　মহিমা অপার।

৩। বলি :

রাধাকৃষ্ণ দ্বিয়োগির　　একই স্বরূপ ;
লীলাকাজে হুগো অ'য়া　　ধরেছিতা রূপ।
মিলনর কালে হুয়ে　　অ'য়া একাকার
করতারা অখণ্ডর　　আনন্দে বিহার।
স্ত্রী পুরুষ ভাবহীন　　এ প্রেম নির্মল—
পরমাত্মা জীবাত্মার　　মিলন কেবল।
তথাপি এ গূঢ়তত্ত্ব　　বর্ণনা কারণে
দিয়াছি লৌকিক ভাষা　　ভক্ত মহাজনে।

৪। নব নাগর-নাগরী-　　প্রেমরঙ্গে
সুখ-তরঙ্গ বহের　　দ্বিয়ো অঙ্গে।
রাই-শ্যাম দ্বিয়ো অঙ্গে　　এক অঙ্গ—
রাধকৃষ্ণর প্রেমর　　এরে রঙ্গ।
শাতোছে হুনার পদ্ম　　নীল জলে ;
নীলুরা ভ্রমর আছে　　চাম্পা ফুলে ;
স্বর্ণলতিকা তমালে　　বেড়ে আছে ;
নীল গগনে পুর্ণিমা　　শোভা পাছে।

৫। চম্পক ফুলে　　ভ্রমরা উড়ের
মধুরস পিয়া পিয়া।
যমুনার জলে　　হুনার কমল
আছে হেলিয়া দুলিয়া।
বরিষার মুরা　　মেঘালার বুকে
বিজুলিয়ে ঝিলিকার।

শারদ আকাশে পূর্ণিমার চান,
তমালে লতা ছনার ।
ছনার কমল, নীলুরা কমল
শাতোছেহে এক ফামে।
এ যুগল রূপ কতি অপরূপ
অ'ছে বৃন্দাবন ধামে !

৬। রাই কানু পীরিতির কতিয়ো মাধুরী !
মিশেয়া শ্রীঅঙ্গে অঙ্গে
ভাহেছি প্রেম-তরঙ্গে—
এ রূপর শোভা কতি বলিহারি !
ক্ষণে নিজ পাহুরিয়া,
অঙ্গে অঙ্গ ঢালে দিয়া
ঐতারাহে দ্বিয়ো রূপে একাকার ।
আনে আন-রূপ চেয়া
অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলেয়া
উথলের এ প্রেমর পারাবার।

স্বাধীন ভর্তৃকা

১। বলি :
অ'ছেহে শিথিল বসন ভূষণ
নাগরী নাগর অঙ্গে—
মকর কুণ্ডল কিঙ্কিনী-কঙ্কন
নূপুর নেয়োছে সঙ্গে ।
শিথিল বেণীর মণিময় ঝাপা
পড়েছে ফুলের মাজে ;
তিলক সিন্দুর চন্দন কাজল
নেয়োছে অঙ্গর সাজে ।

২। বলিঃ

নাগরী মাঙ্গিরী, 'নাথ ! শুনে নিবেদন—
সাজাদেতা মোরে দিয়া বসন ভূষণ'
রাধিকার কথা শুনে শ্যাম গিরিধারী
সাজাদের নাগরীরে— কতি মনোহারী !

৩। শ্যাম রসিক নাগরে সাজাদের নাগরীরে
দিয়া বসন ভূষণ।
দের নূপুর চরণে, চন্দন-রেখা বদনে,
আ'তে শুনার কঙ্কন।
দিলো সিন্দুর কাজল আর তিলক কুণ্ডল,
দিলো ঝাপা বেণী মুলে।
অলঙ্কার পিধাদিয়া, অঙ্গে অঙ্গে আখি দিয়া
চার রূপ কুতূহলে

৪। ধারা বহের প্রেমর—
বিনোদিনী নাগরর।
আগোই আগোর রূপ
চেয়া নয়নে নয়নে,
অঙ্গে অঙ্গ ঢালে দিয়া,
দিয়া বদন বদনে,
অগাধ প্রেম-সাগরে
মধু পিয়া হৃদি ভরে,
ভাহে ভাহে, ডুবে ডুবে,
আছি নাগরী নাগরে

৫। রতিরণ-অবসানে বহিলা ফুল-শয়নে -
প্রেমে রূপ-মধু পিয়া পিয়া—
বজ্রাকলে দিয়োজনে আনে আনর বদনে
নয়নর ধারা মুছে দিয়া।

যমুনাত জলকেলি

১। বলিঃ—

কতোক্ষণে রাইকানু কুঞ্জর বাহিরে
আহিলা সখীর লগে যমুনার তীরে।
তারপরে জলকেলী করানির কাজে
হাবিয়ে লামলা গিয়া যমুনার মাজে।
যমুনার জলে শ্যাম সখীগণ সঙ্গে
আরম্ভিলো জলকেলি নানাবিধ রঙ্গে।

২। যমুনা কালিন্দী-জলে ব্রজগোপী কৃষ্ণ মিলে
করতারা চেই জলকেলি—
ভাহে ভাহে, বুড়ে বুড়ে ঢৌবে হাতুরে হাতুরে,
খেলতারা কতো খেলি।
কুনোগোই কণ্ঠজলে, কুনোগোই নাভিজলে,
আঠুজলে কুনোগো লামিয়া
শ্রীগোবিন্দর উপরে পানি হিচে বারে বারে
আহিতারা পরাণ বুজিয়া।

৩। শুদ্ধ নীল যমুনার জলে ব্রজগোপিরকার
প্রতি অঙ্গ অছে ঝলমল
রূপ চেয়া চেয়া শ্যামে পুলকিত অয়া প্রেমে
আনন্দে করের টলমল।
ব্রজর রমণী যতো, রূপ ধরে ধরে ততো
সুখ দের শ্যামে জনে জনে।
অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলেয়া, কারো অঙ্গে অঙ্গ দিয়া,
কারে দিয়া পরশ বদনে।

৪। ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে খেলার নাগরে
জলকেলি যমুনার জলে—
নীল পানি যেন অছে সুশোভিত
শত শত রঙীন কমলে।

শ্যামল, ধবল, রাঙা, নীল, পীত—
নানা রঙে শাতোছি গোপিনী।
নীলুরা কমল হুনার কমল—
গিরিধারী রাই কমলিনী।
গন্ধে আমোদিত যমুনার জল
হিচে হিচে খেলার নাগরে;
গোপিনী হাবিয়ে দিতারা মিলিয়া
ঢালে ঢালে শ্যামর উপরে।

৫। পক্ষাপক্ষে সারি সারি
খেলতারা ব্রজনারী—
রাইপক্ষে গোপী হাবি, শ্যামপক্ষে একেলা।
হাবি গোপী নাগররে
আছি চারিবেদে ঘিরে,
বুকুত একেলা শ্যামে খেলারবা কি খেলা।

৬। মিলে ব্রজ গোয়ালিনী
দিতারা হিচিয়া পানি শ্যামর উপর
চারিবেদে ঘিরে ঘিরে
দিতারাহে বারে বারে— (যেন) ধারা হাজনর।
বুলে বুলে শ্যামচানে
দের পানি জনে জনে সখীর উপর;
মুরারিয়া সামালানি
মনার পলেয়া যানি শ্যাম সুনাগর।

৭। (শ্যামে পলানির পথ চার)
জল যুদ্ধে মুরারিয়া পলানির পথ চার,
চারিবেদে ব্রজনারী যামার পথ না পার।
একেদে হেবেদে চার শ্যাম গুণমনি;
মাততারা ব্রজগোপী— 'নারবে পলান'

নিরুপায় অ'য়া শ্যাম রাই-পিছে গিয়া
নিজরে করের রক্ষা শ্রীমুখ লুকেয়া।
ব্রজগোপী হাবি মিলে শ্যাম-মুখ চেয়া
অঞ্জলী অঞ্জলী পানি দিতারা হিচিয়া।

নিভৃত নিকুঞ্জে শয়ন

১। বলি :

এসাদে যমুনা-জলে জলকেলি করে
গিরিধারী গোপী হাবি কাইলাপা পারে।
পরিধান করে শুষ্ক বস্ত্র আভরণ
স্নুবর্ণ মণ্ডপে হাবি করলা গমন।
বহিলা শ্রীশ্যামগৌরী রতন-আসনে ;
ভোজ্য-পেয় আনেদিলো বৃন্দা স্নুযতনে।
পরে কল্পতরু তলে নিভৃত-কুঞ্জত,
গিয়া রাই গিরিধারী রতন-গৃহত
রতন-পালঙ্ক গজে করলা শয়ন—
অন্তরঙ্গা সখীবৃন্দে সেবিয়া চরণ।
শ্রীরাধা কৃষ্ণর সেবা করে সখীগণ
নিজ নিজ কুঞ্জে গিয়া করলা শয়ন।
তার পিছে সেবাপরা শ্রীরূপাদিগণে
নিজ নিজ প্রকোষ্ঠত গেলাগা শয়নে।
অসংখ্য রূপেতে শ্যাম প্রকাশ করিয়া
সঙ্গদের গোপিনীর কুঞ্জে কুঞ্জে গিয়া।

২। কুস্নুমিত কুঞ্জে ভ্রমরে দিতারা হে গুঞ্জন।
পাতে পাতে বিন্দু পড়ের শিশির
নির্মল অ'ছে এ কুঞ্জবন।
গিরিধারী স্নুখে ফুলর শয়নে
ঘুমাছে বেড়িয়া রাই অঙ্গে।

নিশব্দে মলয়া বহের সুধীরে—
মৃদুফুল-গন্ধ নিয়া সঙ্গে।

৩। সুখ-রাতি-অবসানে নিভৃত নিকুঞ্জ বনে
ঘুমিলা হে যুগল কিশোর—
রতন মন্দির মাজে, রতন-পালঙ্ক-গজে,
বনফুল-শয্যার উপর।
ঘুমর আলস-ভরে আগোই আগোর উরে
পড়েছিহে আঁয়া অচেতন।
শুকশারী-মধুকরে, কোকিল আর ময়ূরে
গেলাগাহে নিজর ভবন।

৪। রাতি শেষে নাগরী নাগরে
অচেতন আছি নিদ্রাভরে —
শ্যামর উরকে কমলিনী,
রাইর উরকে শ্যামমণি,
শ্যামচূড়া রাইর উপরে,
রাইবেণী প্রাণনাথ শিরে,
শ্যামভুজ বিনোদিনী গজে,
রাইভুজ নাগরর গজে।

৫। (চেই)
নিশব্দ আছেহে কুঞ্জবন—
রাধাশ্যাম ঘুমে অচেতন।
কোকিলে বেলাছি কুহুধ্বনি।
শুকশারী থছি এলাদেনি।
নাছা এরাদেছিহে ময়ূরে।
মধু নাপিতারা মধুকরে।
পবন বহের হাতে হাতে।
নাকরের শব্দ বৃক্ষপাতে।

৬। বলি ঃ

রতন-মন্দিরে আজি রাতি-অবসানে-
মণি-প্যালঙ্কর গজে ফুলর শয়নে
আছি নীলমণি রাই ছুনার বরণী
ঘুমর আলসে, চেই ওরূপ লাবণি।

৭। রাতি-অবসানে নিকুঞ্জ-শয়নে
ভুবন মোহন রূপ।
শ্যাম গিরিধারী, রাধিকা পিয়ারী
রূপে অ'ছি অপরূপ।
ছুনার কুণ্ডল কাণে ঝলমল,
আলু থালু অ'ছে কেশ।
বসন-ভূষণ অ'ছে অযতন.
আবেশে দেহ অবশ।

জাগরণ

১। বলি ঃ

বিয়ান আহিব ডরে নিকুঞ্জর বনে
জাগিলা পাহিয়া হাবি রাতি-অবসানে।
রাধাকৃষ্ণ জাগানির লালসা করিয়া
চেয়া আছি শ্রীবৃন্দার আদেশ বাছেয়া।
শ্রীবৃন্দার আজ্ঞা পেয়া হাবিয়ে মিলিয়া
রাধাকৃষ্ণ জাগিতারা যতন করিয়া।

২। শুকশারী গেইতারা রাধাকৃষ্ণ-জয়গান।
আহের পঞ্চম স্বরে কোকিলর কুহুতান।
ফুলে ফুলে ভ্রমরাই দিতারা গুঞ্জন-ধ্বনি।
কেকা রৌরে ময়ূরর লগে অ'ছে ময়ূরিনী।

৩। উঠে উঠে বন্ধু ! শ্যাম গিরিধারী !
উঠে ভানুসুতা শ্রীরাধা পিয়ারী !
শুকই মাতের 'উঠে বংশীধারী' !
শারীয়ে ডাহিরী 'ও রাজ কুমারী !'
বিয়ান আহিল— চেইতা উঠিয়া
গুরুজন-ডর নেয়োছেতা কিয়া !

৪। উঠে উঠে বিনোদিনী ! কৃষ্ণপ্রেম-বাহুলিনী !
ঘরে তোর আছি গুরুজন।
উঠে রাধার জীবন ! উঠে কৃষ্ণ প্রাণধন !
যশোদার হৃদির রতন !

৫ কৃষ্ণ ! জাগে, জয় জয় রসিক নাগর।
ঘুমর আবেশে এবো কিয়া না জাগর !
কতি ঘুমে থার কালা রাতি-অবসানে !
যাগা যাগা নটবর ! নিজর ভবনে।

৬। উঠেনে নাগর কালা !
এবো কিয়া ঘুমে থায়িলে বিভোলা !
রাতি লালো গিয়া আহিলে বিয়ান-
মিঙালে ভালোছে মণ্ড বারাহান।

৭। উঠে রাই বিনোদিনী ! রাতি-অবসান-কালে-
ভাল অ'ছে মুণ্ড বারা, চাতা, বেলীর মিঙালে।
কতিয়ো ঘুমিতে রাই ! গোকুল চান্দর উরে !
নিজর মন্দিরে যাগা, যাগা রাই ! ত্বরা করে।

৮। উঠো রাই-কানু ! বিয়ান ফুয়িল।
মণ্ডেদে বেলীর মিঙাল আহিল।
সরোবরে শাতো আছে থামপাল।
খেলতারা রাজ- হংসর পাল।
বেলেয়া নিকুঞ্জ- সুখ-শয্যাহান
নিজ ঘরে চলো/হাতো রাই কালাচান।

৯।

(ও চেই)

মলয়া পবন, চেই, উঠো উঠো রাই-কানু !

গেলাগা জুনাক-তারা মুঙেদে আহিল ভানু

হুনো, অ'করেছি এলা বহের মন্তরে।

ময়ুরে নাচিয়া মত্ত নিজ নিজ ঘরে।

১০। উঠেহে গোকুলচান ! ভ্রমর-পাখিয়া ;

বেলীর মিঙালে, চেই, পেখম মেলিয়া।

কুঞ্জে বিয়ানর কালে ব্রজগোপিনীর প্রাণ !

অ'ছে রাঙা মুঙহান।

এসাদে লোকে দেহিলে/দেখলে

পরমাদ ঐব ব্রজপুরে।

উঠে শ্যাম গুণমণি ! উঠে রাই বিনোদিনী !

নিজ ঘরে চলো ত্বরা করে।

১১। বলি :

এতা হুনিয়াউ রাই শ্যাম সুনাগর

জাগিয়া না জাগতারা আবেশে ঘুমর।

শুকশারীয়ে উবাকা উৎকণ্ঠিত ইলা

বৃন্দারাঙ শিক্ষা পাছি পদ উচ্চারিলা।

শ্যাম গিরিধারী রাই ও পদ হুনিয়া

ফুলর শয্যার গজে বহিলা জাগিয়া।

১২। রাই শ্যাম কানু আজি জাগিলা রে।

জাগিলা জাগিলা আজি জাগিলা রে।

শুক-শারিকার সুরে, ভ্রমরার মধু সুরে,

কোকিলর কুহু তানে জাগিলা রে।

জাগিলা জাগিলা আজি জাগিলা রে।

১৩। বলি ঃ

বহিলা শ্রীরাই-কানু রতন-আসনে,

চারিবেদে বেড়ি দিলা যতো গোপীগণে।

(২৮)

সেবাপরা সখী হাবি করিয়া যতন
যুগল-সেবার কামে অ'য়িলা মগন।

১৪। সুখরাতি-অবসানে বহিলা ফুল-আসনে—
সখীয়ে বেড়িয়া—দিয়োজনে।
সেবাপরা সখীগণে প্রেমানন্দে জনে জনে
করতারা সেবা সুযতনে।
কুনো সখী নাচতারা, কুনো সখী গেইতারা,
দিতারা কস্তুরিকা চন্দন।
গিথিয়া মালতী মালা দিয়োগিরে সাজাদিলা,
পিধাদিলা অঙ্গর ভূষণ।
কর্পূর তাম্বুল বিড়া মুখ কমলে দিতারা,
কুনো সখী চামরে ব্যজন ;
নয়ানে বহেয়া ধারা কুনো সখী করতারা
মৃহ মৃহ পাদ-সম্বাহন।

১৫। জাগিলাহে আজি নব যুগল-কিশোর
দিয়োগির রূপ, চেই, কতি মনোহর!
আনন্দে মগন য.তা ব্রজর যুবতী ;
দিতারা রতন-কুঞ্জে মঙ্গল-আরতি।
ময়ূরে বিভোর নাচে পেখম মেলিয়া।
ভ্রমরে গুঞ্জনে মত্ত মধু পিয়া পিয়া।
কোকিলে দিতারা এলা কুহু কুহু রোবে।।
নাচের নিকুঞ্জ বন মলয়ার বোবে।
সখীয়ে দিতারা ফুল কুঙ্কুম-কস্তুরী।
সেবা উপচার দিসী শ্রীবৃন্দা চাতুরী।

গৃহে গমন

১। বাণী :
শ্রীরাধা মাতিরী তবে— শুনে প্রাণনাথ!
বিদায় দে অভাগীরে ; অ'য়িলে প্রভাত।

২। (বন্ধু।) যিঙগাহে প্রাণ নাথ ! মি ঘরে।
হে নাগর ! বিদায়দে দাসীরে।
অভাগিনী এ রাধা মি তোর রাঙা পদতলে
থানা মুরারুবি সদা, নাথ ! মোর কর্মফলে
প্রাণমন করেছু মি তোর পদে সমর্পণ ;
দ্দূরি নাকরিছে বন্ধু ! — রাধার এ নিবেদন।

৩। বন্ধু ! কিতা মি মাততু তোরে !
জনমে জনমে, জীবনে মরণে
থদে রাঙা পদে মোরে।
তোর শ্রীচরণে দেহে প্রাণে মনে
দেছু মোরে সমর্পণ।
এতিন ভুবনে হে নাথ ! তি বিনে
নেই মোর কুনো জন।
নাথ ! তোর সালে মোর জাত-কুলে
কলঙ্ক অ'ছে ভূষণ।
(তোর) শীতল চরণে থদেহে শরণে
এরে মোর নিবেদন।

৪। কিসাদে বেলেয়া নাথ ! যিতুগা ভবনে !
তি বিনে হাবিত্তা শূন্য রাধার জীবনে।
জনমে জনমে নাথ ! জীবনে মরণে
প্রাণনাথ অ'য়া থাক হৃদির আসনে।
কলঙ্কিনী নাঙ পাছু মি তোর কারণে।
(এরে) কলঙ্ক ভূষণ অ'য়া থাকেহে জীবনে।
কাঙালিনী সদাই মি হে শ্যাম ! তি বিনে
কিবা কাজ গিয়া মোর নিজর ভবনে !

৫। বলি :

এসাদে নিকুঞ্জে রাতি   ঐল অবসান
শ্রীরাধিকা গোপী ঐলা   বিগলিত-প্রাণ।
কৃষ্ণর আদেশে তবে   বিষণ্ণ অন্তরে
তরাক' গেলাগা হাবি   নিজ নিজ ঘরে।

৬। বলি :

রাধাকৃষ্ণ নিজ নিজ   ভবনে আহিয়া
রতন-পালঙ্ক-গজে   থায়িলা ঘুমিয়া।

৭। রতন মন্দিরে,   কোমল শয়নে
ঘুমে আছে বিনোদিনী।
ঘুমর আবেশে   অবশ দেহর
অঙ্গে অঙ্গে কি লাবণি।
জটিলা-বচন   শুনিয়া বিয়ানে
ললিতা লিশাখা আয়া
রাধা পিয়ারীরে   জাগেয়িলা ধীরে ;
বহিলী ধনী উঠিয়া।

৮। বলি :

দেহিয়া বিয়ান বেলা   নন্দর ভবনে
আহিলী শ্রীপূর্ণ মাসী   কৃষ্ণ দরশনে।
পূর্ণমাসী সঙ্গে তবে   ইমা নন্দরানী
আহিলীহে জাগানিত   প্রাণ নীল মণি।
দুগ্ধফেন তুল্য আছে   নির্মল শয়ণ ;
তার গজে কৃষ্ণ ঘুমে   অ'ছে অচেতন।
কৃষ্ণর কোমল অঙ্গে   শ্রীহস্ত বুলেয়া
'উটে বাছাধন' বুলে   মাতিরী ডাহিয়া।

অনুশীলনী

কুন এলাত কুন প্রচলিত এলার সুর অনুকরণ করানি আছে, উতার তালিকা—

এলার ক্রম সংখ্যা	অনুশীলিত এলার প্রথম পঙক্তি
বৃন্দার বৃন্দাবন সাজন	
২	কি সুন্দর মনোহর বৃন্দাবন কানন
শ্রীকৃষ্ণর অভিসার	
৩	নিকুঞ্জ মন্দিরে চলিলেন শ্যাম
৪—৬	দ্রঃ 'রাসলীলা' (কীর্তন মালা, ২য় খণ্ড)
শ্রীকৃষ্ণর বংশীবাদন ঃ গোপীর অনুরাগ	
২	মন্দ মন্দ মধুর তানে
৩	বাজল বাঁশী নির্জন বিপিনে
৪	ঐ শোনো ঐ শোনো সখী
৫	বাঁশী বাজন জান না
৬	শোনোগো ললিতে বাঁশীর সুরেতে
শ্রীরাধা বারো গোপীর সাজন	
২	সাজত সখী বিলম্ব করো না
৩—৪	দ্রঃ 'দিনর নিতি'
শ্রীরাধা বারো গোপীর অভিসার	
২	জয় জয় বংশীধারী ভাবে মনে মনে
৩	মনোরথে দেখ সারথি সাজে
৪	কুঞ্জবনে চলে ধনী
৫	শ্রবণ কুণ্ডল সুললিত ......
৬	কুঞ্জে চলে বিজয়িনী
৭	চলে ধনী রাজনন্দিনী
৮	আওত ব্রজ তরুণী বালা

শ্রীকৃষ্ণ বারো গোপীর বৃন্দাবন ভ্রমণ

৬	বৃন্দাবনে কিবা শোভা

রাসনৃত্য

২	আওল ঋতুপতি
৪	বাজত মৃদঙ্গ বীণা ঝাঝরি
৯	বাজে বাজে······ বাজে বলয়া
১০	তাতা ধাধি ধম্মা
১১	বাজে মৃদঙ্গ পাখোরাজ তানপুরা

শ্রী রাধা কৃষ্ণর নর্তন

২	নাগর বাজায় বাঁশী হেলায় নাচে
৩—৪	দ্রঃ 'রাসলীলা'
৬	নাচত নাগর রসিকরাজ
৮	দ্রঃ 'রাসলীলা'
৯	নাচত কমলিনী শ্যামসঙ্গে মাতিয়া
১০	নাচে রাই বিনোদিনী সঙ্গে নাচে গুণমণি
১১	নৃত্যাতি রাধা মাধব সঙ্গে সুখে বিহরে
১৫	দুঃখ দিয়ো নাক প্রাণ সখী

মধুপান বারো যমুনা-তীরে কুঞ্জে শয়ন

৪	নব নাগর নাগরী প্রেমরসে
৫	চাম্পাফুলে ভ্রমরা উড়ে
৬	রাই-কানু পীরিতির বালাই

স্বাধীন ভর্তৃকা

৩	রসিক নাগর কালা সাজাদিলো বিনোদিনী
৪	(প্রেম অশ্রু ভরি গেল

★ ★